

# সফটওয়্যারের কারুকাজ

## উইন্ডোজ ১০-এর লুকানো

### অ্যাপ্লিকেশন ফাইল এক্সপ্লোরারে ভিউ করা

উইন্ডোজ ১০-এর সব অ্যাপ্লিকেশন ভিউ উন্মুক্ত করার এক সহজ অপশন হলো File Explorer। সাধারণ কমান্ড ব্যবহার করে আপনি সিস্টেমে ইনস্টল করা সব প্রোগ্রামের একটি লিস্ট দেখতে পাবেন ফাইল এক্সপ্লোরারে।

এবার উইন্ডোজ ১০-এ রান কমান্ড ওপেন করার জন্য Windows key + R চেপে টেক্সট এন্ট্রি বক্সে shell: AppsFolder টাইপ করে এন্টার চাপুন বা Ok-তে ক্লিক করুন।

ফলে উইন্ডোজ স্টোর অ্যাপ এবং সিস্টেম ইউটিলিটিসহ আপনার সব অ্যাপ্লিকেশন ভিউ করে File Explorer ওপেন হবে। যতটুকু সম্ভব সর্বোচ্চসংখ্যক অ্যাপ্লিকেশন ভিউ করার জন্য উইন্ডোর ওপরে ডান প্রান্তে ম্যাক্সিমাইজ বাটনে ক্লিক করুন।

নিচের কমান্ডটি উইন্ডোজ ৮ এবং ৮.১-এ কাজ করবে।

ফাইল এক্সপ্লোরারের অ্যাপ্লিকেশন ভিউ কিছুটা তালগোল পাকানো, যেহেতু এটি স্টার্ট মেনুর সবকিছুই প্রদর্শন করে। এতে সম্পৃক্ত করে পিডিএফ ডকুমেন্ট, ওয়েবসাইট লিঙ্ক, প্রোগ্রাম-স্পেসিফিক আনইনস্টল ইউটিলিটিসহ মূল প্রোগ্রাম। যদিও সেগুলো উইন্ডোজ ৮-এর all-apps স্ক্রিন থেকে আলাদা নয়।

পিসিতে কী কী প্রোগ্রাম আছে, তা এক নিমিষেই দেখার জন্য এক চমৎকার উপায় হলো এ ছোট কৌশলটি প্রোগ্রামগুলোর জন্য ডেস্কটপে একটি শর্টকাট তৈরি করা। এই স্ক্রিনে যা করা উচিত নয় তা হলো ডান ক্লিকের মাধ্যমে কোনো আইটেম আনইনস্টল করা এটি ভালোভাবে হ্যান্ডেল করা যায় কন্ট্রোল প্যানেল থেকে, অন্যথায় আপনি অন্যকিছু আনইনস্টল করে ফেলতে পারেন, যা আপনার টাচ করা উচিত নয়।

### ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তৈরি করা

আপনার কাজের জন্য ভার্চুয়াল স্পেস তৈরি করার মাধ্যমে ভার্চুয়াল ডেস্কটপ আপনার টাস্কে ফোকাস করে সহায়তা করতে পারে। আউটলুক এবং একটি ওয়েব ব্রাউজার সহযোগে ভার্চুয়াল ডেস্কটপ তৈরি করতে পারবেন, যাতে ইন্টারনেট ব্রাউজ এবং ই-মেইল সেভ করতে পারেন। আপনার ফেভারিট উইন্ডোজ ১০ অ্যাপসহ ভার্চুয়াল ডেস্কটপ তৈরি করতে পারবেন।

নতুন ভার্চুয়াল ডেস্কটপ তৈরি করতে ব্যবহার করুন Windows key + Ctrl + D শর্টকাট।

আপনি Windows key + Ctrl + Left arrow বা Windows key + Ctrl + Right arrow শর্টকাট ব্যবহার করে ভার্চুয়াল ডেস্কটপ জুড়ে স্ক্রল করতে পারবেন।

এক পলকে আপনার সব ভার্চুয়াল ডেস্কটপ পেতে চাইলে Windows key + Tab ব্যবহার করুন।

আপনার অ্যাকটিভ ভার্চুয়াল ডেস্কটপ বন্ধ করতে চাইলে ব্যবহার করতে পারেন Windows key + Ctrl + F4 শর্টকাট কী।

সাফায়েত উল্লাহ  
দক্ষিণ মুগদা, ঢাকা

## উইন্ডোজ ১০-এর মাল্টিটাস্কিং

উইন্ডোজ ১০-এর মাল্টিটাস্কিং ফিচারকে বেশ সহজতর করা হয়েছে, ব্যবহারকারীদেরকে দেয়া হয়েছে স্ক্রিনের চার প্রান্ত থেকে উইন্ডো স্ল্যাপ করার সক্ষমতা। যাই হোক, টাচস্ক্রিনের জন্য না গিয়ে বা আপনার উইন্ডো ড্র্যাগ করার জন্য মাউসের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারেন আপনার হাতের আঙ্গুল বা কিবোর্ড শর্টকাট।

উইন্ডোজ কী এবং অ্যারো কী সম্মিলিতভাবে আপনার স্ক্রিনের সংশ্লিষ্ট কোয়ড্র্যান্ট তথা বৃত্তের এক-চতুর্থাংশের স্ল্যাপ নেবে।

নিচে অ্যাকটিভ উইন্ডোতে আপনি যা করতে পারবেন Windows key + Left arrow : বাম দিকের স্ল্যাপ নেবে।

Windows key + Right arrow : ডান দিকের স্ল্যাপ নেবে।

Windows key + Up arrow : সম্পূর্ণ স্ক্রিনে উইন্ডো বর্ধিত হবে।

Windows key + Down arrow : উইন্ডো মিনিমাইজ হবে।

আপনার অ্যাকটিভ উইন্ডোর বাম বা ডান দিকের স্ক্রিনের স্ল্যাপ একবার নেয়ার পর আপনি ব্যবহার করতে পারবেন Windows key and Up arrow কী, যাতে উইন্ডোর ওপরের কোয়ড্র্যান্টের স্ল্যাপ নেয়া যায়। যেমন- Windows key + Right arrow দিয়ে শুরু করুন, যাতে অ্যাকটিভ উইন্ডোর ডান দিকের স্ল্যাপ পাওয়া যায়। এর ফলে আপনার অ্যাকটিভ উইন্ডো ওপরের অর্ধেক স্ক্রিন জুড়ে হবে। এই স্ল্যাপ পজিশনে আপনি আরও স্ল্যাপ নিতে পারেন Windows key + Up arrow ব্যবহার করে।

বিষ্ণুপদ দাস  
লক্ষীপুর, রাজশাহী

## মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট পাসওয়ার্ড প্রোটেক্ট করা

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহারকারীরা তাদের ডকুমেন্টকে লকডাউন করতে পারবেন ভেরাক্রিপ্ট বা পিজিপি ধরনের টুল ব্যবহার না করেই। নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্ট করা যায়।

ওয়ার্ড মেনুতে গিয়ে Preferences-এ ক্লিক করলে প্রিফারেন্সের অন্তর্গত তিনটি সেটিং দেখতে পাবেন। যেমন- Authoring and Proofing, Output and Sharing এবং Personal Settings। এবার পারসোনাল সেটিংয়ের অন্তর্গত Security-এ ক্লিক করুন।

Password to Open-এর অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না পাসওয়ার্ড এন্টার করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারবে না। যদি তাই হয়, তাহলে আপনাকে সর্বোচ্চ ১৫ ক্যারেক্টারের পাসওয়ার্ড এন্টার করতে হবে দুইবার। এই পাসওয়ার্ড নিরাপদ জায়গায় স্টোর করার ব্যাপারটি নিশ্চিত করুন।

Password to Modify ফিচারের মাধ্যমে আপনি পাসওয়ার্ড সেট করতে পারবেন, যাতে ডকুমেন্ট মডিফাই করা যায়। এর ফলে আপনি

রিড-অনলি মোডে ডকুমেন্ট ওপেন এবং ভিউ করতে পারবেন। তবে ডকুমেন্টটি এডিট বা পরিবর্তন করতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার পাসওয়ার্ড এন্টার করা হয়। এই পাসওয়ার্ডকে নিরাপদ জায়গায় রাখা উচিত।

পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার জন্য Preferences-এ ক্লিক করে স্ক্রলডাউন করুন Personal Settings-এ। এরপর Security-এ ক্লিক করে নতুন পাসওয়ার্ড এন্টার করুন।

কম পরিচিত অতিরিক্ত দুটি ফিচার সম্পৃক্ত করে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য তথ্য অপসারণ করার জন্য অপশন এবং প্রিন্ট, সেভ বা একটি ফাইল সেভ করার আগে সতর্ক বার্তা, যা ধারণ করে ট্র্যাক পরিবর্তন করা বা কমেড। এর ফলে আপনি হঠাৎ করে বা দুর্ঘটনাক্রমে ওই তথ্য শেয়ার করতে পারবেন না। এগুলো যেমন পাবেন Preferences→Security-এর অন্তর্গত, তেমনিই পাবেন 'Privacy Options'-এর অন্তর্গত।

আপনার হার্ডড্রাইভ যে 'Encrypting Your Laptop Like You Mean'-এর মাধ্যমে যে এনক্রিপ্ট করা তা নিশ্চিত করতে হবে।

এ ফাইলটি ডেস্কটপে লকসহ সেভ হবে। সুতরাং খুব সহজেই বলতে পারবেন ডকুমেন্টটি পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড। আপনি ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড দিয়ে 'password to open' এবং 'password to modify' উভয় সিলেক্ট করেতে পারবেন এবং শেয়ারও করতে পারবেন ডকুমেন্ট রিড করার জন্য। এ ডকুমেন্টটি ওপেন হবে শুধু রিড অনলি মোডে যতক্ষণ পর্যন্ত না মডিফাই করার জন্য পাসওয়ার্ড এন্টার করা হয়।

আফজাল আহমেদ  
সবুজবাগ, পটুয়াখালী

## কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপসের লেখককে যথাক্রমে ১,০০০, ৮৫০ ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপস ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপসের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে- সাফায়েত উল্লাহ, বিষ্ণুপদ দাস ও আফজাল আহমেদ।